তারিখ ... 07 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৬ ......

দৈনিক সংবাদ

বইয়ের বাজার বাংলাবাজার

রাজধানীর পুরনো ঢাকার বাংলাবাজারের নাম কে না শুনেছে। বিশেষ করে বই প্রকাশনা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট এ স্থানটি বিশেষভাবে পরিচিত। আর এ স্থানটিতে আসতে হলে দেশের যেকোন স্থান থেকে যেকোন যানবাহনের মাধ্যমে আসতে পারেন। এখানে যারা এখনো আসেন নি বা আসার জন্য মনস্থির করে ফেলেছেন, তাদের জন্য কিছু তথ্য তুলে ধরছি। যাতে আপনাদের জানাশোনার অবকাশ বৃদ্ধি পাবে।

শুনুন তা হলে বাংলাবাজারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। নাজির হোসেনের লেখা থেকে জানা গেছে বাংলাবাজার এলাকাটি ছিল মোঘল আমলের আগের ঢাকার একটি অতি পুরাতন অংশ। সেই যুগে এ এলাকাটি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। পরবর্তীকালে ঢাকা শহর পশ্চিমদিকে সম্প্রসারিত হয় এবং চকবাজার হয়ে ওঠে এর মধ্যমণি। কতিপয় পরিব্রাজক 'বেঙ্গলানগর' কথা উল্লেখ করেছেন। অনেকে মনে করেন বাংলাবাজার ছিল সেই নগরেরই কেন্দ্রস্থল। রোমান নাবিক ভারটোমানাস ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখে গেছেন যে বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট সিল্ক ও সুতা তৈরি হতো এই 'বেঙ্গলাতে'। সে যুগের ঢাকাই মসলিন ও সূচিবস্ত্র শিল্পের কথাই সম্ভবত তিনি উল্লেখ করেছেন। যাহোক বাংলাবাজার এলাকাটি যে খুবই প্রাচীন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৩৬ সালে সাবেক জিপিও ভবন থেকে ইষ্টার্ন ক্রসিং পর্যন্ত বাংলাবাজার রোডের নাম পরিবর্তন করে পি, কে রায় রোড রাখা হয়। পরে আবার পরিবর্তন করে এর নাম রাখা হয় সুভাষ বোস রোড। তবে এ রাস্তাটি বাংলাবাজার নামেই সমধিক পরিচিত। ঐতিহাসিক মতান্তর যাই থাকুক না কেন, বাংলাবাজার যে একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমা অতিক্রম করেও এর গুরুত্ব কমেনি। হারায়নি এর এতোটুকু জৌলুস। বরং বেড়েছে। সম্প্রসারিত হয়েছে দিনের পর দিন। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্রম বিকাশমান ধারার অব্যাহত গতির সাথে বাংলাবাজার হয়ে উঠেছে আরোপ্রাণবন্ত, আরোজীবন্ত।

পুস্তক প্রকাশনার জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী স্থানের নাম বাংলাবাজার। আমাদের দেশে যত প্রকার এবং যত সংখ্যক বই পুস্তক প্রকাশিত হয় তার প্রায় ৯০ শতাংশই প্রকাশিত হয় এই বাংলাবাজার থেকে। তাই একে পুস্তক জগতের দিগন্ত উন্মোচনকারী স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এখানে রয়েছে অসংখ্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। প্রকাশক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক দার্শনিকের মহামিলনের ক্ষেত্র এ স্থান। এখানে যত জ্ঞানীগুণী তথা সুধীজনের বিচরণ ঘটে সম্ভবত আর কোন স্থানে তেমনটি ঘটে না এবং ঘটার অবকাশও নেই। বাংলাবাজারের সবচেয়ে বড় পরিচিতি বইয়ের বাজার হিসেবে। কারণ এখানে রীতি মতো বইয়ের বাজার বসে। অসংখ্য বই পাওয়া যায়। বিক্রয় হয় প্রতিনিয়ত, নতুন-পুরান, কম দামী-বেশি দামী সর্বপ্রকার বইয়ের খোলা বাজার এটি। রাস্তাঘাট, ফুটপাত বাংলাবাজারের সর্বত্রই পুস্তকে একাকার। বাংলাবাজারের আরো একটি বাড়তি আকর্ষণ হচ্ছে পুরনো বই বিক্রয়। এখানে খুব অল্প দামে পাঠ্যপুস্তকসহ প্রায় সব ধরনের পুস্তক বেচা কেনা হয়ে থাকে ফুটপাতে। তাই গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখানে এসে তাদের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি খুব কম দামে কিনে নিতে পারে। শুধু তাই নয় প্রয়োজন শেষ হলে অর্থাৎ শিক্ষা জীবনের শেষলগ্নে এসে অপ্রয়োজনীয় বই পুস্তক বিক্রিও করা যায়। তাই গোটা দেশের শিক্ষার্থীরা ভিড় জমায় বাংলাবাজারে।

যদিও বাংলাবাজার বইয়ের জন্য প্রসিদ্ধ তথাপি একে শুধু বইয়ের বাজার বলা ঠিক নয়। কারণ এখানে বই পাড়া ও অন্যান্য বিপণি প্রতিষ্ঠান ও রয়েছে। এটি একটি পরিপূর্ণ বাজার বা ক্রয় বিক্রয়ের স্থায়ী স্থান। তবুও বইয়ের বাজার হিসেবে এর খ্যাতি সর্বাধিক। যাহোক এ গেল বাংলাবাজারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এবারে আমরা বাংলাবাজার এলাকায় অবস্থিত কয়েকটি উল্লেখিত আদি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

বিউটি বুক হাউস

বাংলাদেশের প্রকাশনায় পাঠক সৃষ্টিতে এবং নতুন লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সৃজনশীল বই প্রকাশনার মাধ্যমে দেশ-জাতি এবং মানব কল্যাণে সেবা করার আদর্শ বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৬৫ সালে "বিউটি বুক হাউস" প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার সময় আশপাশের অবস্থান সম্পর্কে "বিউটি বুক হাউসের" মালিক হামিদুল ইসলাম বলেন, তখন প্রকাশনার ক্ষেত্রে একে ওপরের সাথে ভাল সুসম্পর্ক ছিল? সেটা আজকে অনুপস্থিত। সে সময় কাগজের মুদ্রণ, ব্লক, ডিজাইন এবং প্রকাশনার উপকরণের মূল্য এবং বইয়ের খুচরা ও পাইকারি ক্রয়-বিক্রয় মূল্যসহ সবকিছু সুশৃংখল নিয়ম নীতির মধ্যে ছিল। সেটা আজ আর নেই। সে সময় প্রকাশকের সংখ্যা ছিল সীমিত এবং যারা ছিলেন তারা সবাই রুচিশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বর্তমানে প্রকাশকের সংখ্যা বহু গুণে বৃদ্ধি পেলেও সেই সুন্দর মনের প্রকাশকের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের ৫টি বই প্রকাশ করেছে।

বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে হামিদুল ইসলাম আরো বলেন, বিদেশী বাংলা বই আগমনের ফলে আমাদের দেশের প্রকাশিত সৃজনশীল প্রকাশনা শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে আমাদের দেশীয় প্রকাশনার সৃজনশীল বই বিক্রেতারা বিক্রয় করতে আর পূর্বের মত আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাই সৃজনশীল প্রকাশিত শিল্পকে রক্ষা করতে হলে আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতির পরিপন্থী বিদেশী সকল বই আমদানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা ও প্রকাশনার সকল উপকরণের ওপর থেকে যাবতীয় করমুক্ত করা এবং পাশাপাশি বই কেনার জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

নওরোজ কিতাবিস্তান

সৃজনশীল সাহিত্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে মার্চ মাসে 'নওরোজ কিতাবিস্তান' নামে সর্বপ্রথম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম লেখক হলেন- আঃ মনসুর আহম্মদ, শওকত ওসমান, অধ্যাপক ডাঃ আলমুতী-সরফুদ্দীন।

বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটির মালিক হচ্ছেন- আঃ কাদির খান। আলাপকালে তিনি বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানটি যখন স্থাপিত হয় তখন এ এলাকায় লোকজন ছিল না, পুরনো ঢাকাতে শুধু লোক দেখা যেত। পুরাতন ঢাকা বলতে লালবাগ থেকে পোস্তখোলা পর্যন্ত বুঝাতো। সে সময় আহম্মদ পাবলিশিং হাউস ছিল প্রথম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এর কিছুদিন পর থেকে 'ষ্টুডেন্টস ওয়েস', মওলা ব্রাদার্স, খান ব্রাদার্স এগুলো ছিল তখনকার সময় নামকরা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। আর আমাদের প্রথম প্রকাশিত বই হলো 'আয়না', 'ফুট কনফারেন্স', 'আসমানি পর্দা' ও 'রাজনীতির ৫০ বছর'।

স্টুডেন্ট ওয়েজ

৯ বাংলাবাজারে 'ষ্টুডেন্ট ওয়েজ' এর অবস্থান। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন- আলহাজ মোঃ হাবিবুল্লা। বর্তমান মালিক মোঃ লিয়াকত উল্লা বলেন, পূর্বে ভারতের বই আমাদের দেশে পড়ানো হতো,; কিন্তু আমাদের দেশের কোন প্রকাশিত বই পড়ানো হতো না, তাই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ১৯৫২ সাল থেকে দেশী লেখকদের বই প্রকাশনার কাজ শুরু করেন। প্রথম প্রকাশিত হয়েছে গোলাম রসুলের 'প্রত্যাখ্যান'। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশিত বই আদমজী সাহিত্য, আলাউল সাহিত্য, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে। বিগত দিনে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৫ খন্ডে বিভক্ত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' প্রকাশ করেছিল। মূল্য ছিল ২৫ শত টাকা। [illegible] ওয়েজ সাধারণ পাঠকদের কথা চিন্তা করে পরবর্তীতে ডঃ মোহাম্মদ হান্নান-এর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' প্রকাশ করে। বর্তমানে যার মূল্য রয়েছে ৩শত টাকা। এটা সাধারণ পাঠকের ক্রয় করার সামর্থ্য রয়েছে।

এগুলো ছিল পূর্বেকার কয়েকটি আদি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। যাহোক আপনারা যারা ভ্রমণপ্রিয় তারা অবশ্যই আসবেন।

❑ রতন চন্দ্র বালো